

পরিবেশগত

পরিবেশগতভাবে নিরামিষভোজন এই ধারণার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যে, বৃহৎ মাত্রায় পশু মাংস ও পশুজাত দ্রব্য উৎপাদন পরিবেশগতভাবে অসহনীয়। ২০০৬ সালে জাতি সংঘের একটি গবেষণালব্ধ ফলাফল মতে, গৃহপালিত পশু উৎপাদন হলো, বিশ্বজুড়ে পরিবেশগত অবনতির একটি বড় কারণ এবং খাদ্যের জন্য পশু পালন বা উৎপাদন বৃহৎ মানে বায়ু ও পানি দূষণ, জলাবায়ু পরিবর্তন, জীব বৈচিত্র হারানো ইত্যাদির ক্ষেত্রে বড় প্রভাব ফেলে এবং ঐ গবেষণামতে স্থানীয় ও বৈশ্বিকভাবে পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য শিল্পের গৃহপালিত পশু সেক্টরটি একটি বড় প্রভাবক।

মনোবিজ্ঞান

একথা সর্বজন গ্রাহ্য যে, প্রকৃতিগত বা স্বতঃস্ফূর্ত যে কোন জিনিসই উত্তম বা সঠিক। স্কটিশ কবি Douglas Dunn (জন্ম-23/10/1942) একটি রূপক বা উপমা উপস্থাপন করেছেন এভাবে “যদি কেউ একটি ছোট শিশুকে একটি আপেল এবং একটি জীবিত মুরগী দেয়, তবে শিশুটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুরগীটিকে নিয়ে খেলবে এবং আপেলটি খাবে; পক্ষান্তরে একটি বিড়ালকে যদি উক্ত একই রকম মুরগী ও আপেল দেওয়া হয় তবে তার প্রতিক্রিয়া হবে ঠিক তার বিপরীত। সর্বভোজী এবং তুলনামূলকভাবে মানব সদৃশ প্রজাতি, যেমন- শিম্পাঞ্জি, হয়তো শিকার-জন্তুকে এমন স্বতঃ হত্যা করবেনা যদি শিম্পাঞ্জির সম্মুখে এমন একটি শিকার ও ফল দেওয়া হয়”। অনুরূপভাবে আমেরিকার নিরামিষভোজী Scott Adams কৌতুকভরে লিখেছেন “একটি সিংহ জীবিত গরু দেখলে লালায়িত হয়, অথচ একজন মানুষ একটি গরুর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে ‘হাম্বা’ রব করে এবং দেখে যে গরুটি প্রত্যুত্তর দেয় কিনা”। এখানে রূপকের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে যে, উন্নততর প্রাণীতে হিংস্রতা কম এবং জীবের প্রতি দয়া কোমলভাব বেশী থাকে।

